10 MINUTE SCHOOL

বাংলা

ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনিতত্ত্ব ও ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনি

- ভাষার ক্ষুদ্রতম এককে ধ্বনি বলা হয়।
- ধ্বনির নির্দেশক চিহ্ন বা প্রতীককে বলা হয় বর্ণ।
- বাংলা ভাষায় মোট ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি।
- বাংলা ভাষার উচ্চারণভেদে ধ্বনি দুইপ্রকার। যথাঃ ক) স্বরধ্বনি এবং খ) ব্যঞ্জনধ্বনি।
- বাংলা বর্ণমালায় মোট ৫০টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ ১১ টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ টি।
- বর্ণমালার প্রকারভেদঃ বাংলা বর্ণমালাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথাঃ ক) স্বরবর্ণ, এবং খ) ব্যঞ্জনবর্ণ।

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

স্বরধ্বনিঃ

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না তাদের বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমনঃ অ, আ, ই, উ, ঊ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণঃ

সংজ্ঞা

যে সকল বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়, সেগুলোকে স্বরবর্ণ বলে।

স্বরবর্ণের সংখ্যা ১১টি।

উচ্চারণের তারতম্য অনুযায়ী স্বরবর্ণগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

(ক) হ্রস্বস্বর

(খ) দীর্ঘস্বর

হ্রস্বস্বর

যে সব বর্ণ উচ্চারণ করতে অল্প সময় লাগে সেগুলোকে হ্রস্বস্বর বলে।

অ, ই, উ, ঋ - এ চারটি হ্রস্বস্বর বর্ণ।

দীর্ঘস্বর

যে সব স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে সেগুলোকে দীর্ঘস্বর বলে।

আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ – এ সাতটি দীর্ঘস্বর বর্ণ।

আবার গঠন বা উচ্চারণ অনুযায়ী স্বরবর্ণগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) মৌলিক স্বর

খ) যৌগিক স্বর

মৌলিক স্বর

যে সব স্বরবর্ণ বিশ্লেষণযোগ্য নয়, অর্থাৎ যারা একক ঘরে অধিকারী তাদেরকে মৌলিক স্বর বলে।

অ, আ, ই, উ, এ, ও - এ

ছয়টি বর্ণ মৌলিক স্বর।

যৌগিক স্বর

যে সব স্বরবর্ণ বিশ্লেষণযোগ্য, অর্থাৎ যারা একাধিক মৌলিক স্বরযোগে গঠিত, তাদেরকে যৌগিক স্বর বলে।

ঐ = ও+ই

ঔ = ও+উ

এই দুটি স্বরবর্ণ যৌগিক স্বর।

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ 'কার':
স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় সংক্ষিপ্ত স্বর বা 'কার'। স্বরবর্ণের নামানুসারে এদের নামকরণ করা হয়। অ - এর কোনো সংক্ষিপ্ত রূপ বা 'কার' নাই। 'কার'-এর সংখ্যা দশটি।

স্বরকার ব্যঞ্জনবর্ণের যেখানে যুক্ত হয়ঃ

ব্যঞ্জনবর্ণের পরে যুক্ত হয়	আ-কার, ঈ-কার।	যেমনঃ মা, মী।
ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হয়	ই-কার, এ-কার, ঐ-কার।	যেমনঃ মি, মে, মৈ।
ব্যঞ্জনবর্ণের নিচে যুক্ত হয়	উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কার।	যেমনঃ মু, মূ, মৃ।
ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে ও পরে দুই দিকে যুক্ত হয়	ও-কার, ঔ-কার।	যেমনঃ মো, মৌ।

যৌগিক স্বরঃ
পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়। এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর বা দ্বিস্বর বলা হয়। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশটি। যেমনঃ

অ+ই=অই (উন)	আ+উ=আউ (লাউ)	ই+এ=ইয়ে (বিয়ে)	এ+ই=এই (সেই, নাই)
অ+উ+অউ (বউ	আ+এ=আয় (যায়)	ই+ও=ইও (নিও, দিও)	এ+ও=এও (খেও)
অ+এ=অয়, (বয়, ময়না)	আ+ও=আও (যাও)	উ+ই=উই (উই, শুই)	ও+ও=ওও (শোও)
অ+ও+অও (হও, লও)	ই+ই=ইই (দিই)	উ+আ=উয়া (কুয়া)	ইত্যাদি।
আ+ই=আই (যাই, ভাই)	ই+উ=ইউ (শিউলি)	এ+আ=এয়া (কেয়া,	

ক) **যৌগিক স্বরজ্ঞাপক/যৌগিক বর্ণ**
বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে।
যেমনঃ ঐ এবং ঔ। অন্য যৌগিক স্বরের প্রতীক স্বরূপ কোনো বর্ণ নাই।

খ) **যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ নয়**
বাকি ২৩ টি যৌগিক স্বর যৌগিক স্বরজ্ঞাপক নয়।

স্বরধ্বনির উচ্চারণ বিধিঃ
স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থান ৭টি। বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো।

স্বরস্তর	সম্মুখ, ওষ্ঠাধর প্রসৃত	কেন্দ্রীয়, ওষ্ঠাধর বিবৃত	পশ্চাৎ, ওষ্ঠাধর গোলাকৃত
উচ্চ	ই ঈ		উ ঊ
উচ্চমধ্য	এ		ও
নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
নিম্ন		আ	

ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ

ব্যঞ্জনধ্বনিঃ

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুসতাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে তাদের বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। যেমনঃ ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণঃ

সংজ্ঞা

যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাদেরকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৯টি।

ফলাঃ

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় 'ফলা'। ফলা ছয়টি। যথাঃ

ব্যঞ্জনবর্ণ	ফলা	উদাহরণ
য	য-ফলা(য)	সহ্য, কাঠিন্য।
ব	ব-ফলা(ব)	পক্ক, অশ্ব, বিশ্বাস।
ম	ম-ফলা (ম)	বিস্ময়, মৃন্ময়ী, সম্মান।
র	র -ফলা (র)	প্রতি, প্রচুর, প্রমাণ।
ল	ল-ফলা (ল)	স্লোগান, অম্ল।
ন	ন-ফলা (ন)	নন্দিনী, কান্না, বিভিন্ন।

উচ্চারণের স্থানভেদে ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগঃ

ধ্বনি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখবিবরে উচ্চারণের মূল উপকরণ বা উচ্চারক জিহবা ও ওষ্ঠ। আর উচ্চারণের স্থান হলো কণ্ঠ বা জিহ্বামূল অগ্রতালু, মূর্ধা বা পশ্চাৎ দন্তমূল, দন্ত বা অগ্র দন্তমূল, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি। নিম্নে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী বাংলা পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ দেখানো হলোঃ

উচ্চারণ স্থান	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ	উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নাম
জিহ্বামূল	ক খ গ ঘ ঙ	কণ্ঠ্য বা জিহবামূলীয় বর্ণ
অগ্রতালু	চ ছ জ ঝ শ য য়	তালব্য বর্ণ
পশ্চাৎ দন্তমূল	ট ঠ ড ঢ ণ ষ র ড় ঢ়	মূর্ধন্য বা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ
অগ্র দন্তমূল	ত থ দ ধ ন ল স	দন্ত বর্ণ
ওষ্ঠ	প ফ ব ভ ম	ওষ্ঠ্য বর্ণ

মোট বাগযন্ত্রঃ

ধ্বনি উচ্চারণের জন্য যে প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয়ঃ

১. ঠোঁট, ওষ্ঠ্য
২. দাঁতের পাটি
৩. দন্তমূল, অগ্র দন্তমূল
৪. অগ্রতালু, শক্ত তালু
৫. পশ্চাত্তালু, নরম তালু, মূর্ধা
৬. আলজিভ
৭. জিহবাগ্র
৮. সম্মুখ জিহবা
৯. পশ্চাদজিহ্বা, জিহ্বামূল
১০. নাসা-গহ্বর
১১. স্বর-পল্লব, স্বরতন্ত্রী
১২. ফুসফুস

ব্যঞ্জনধ্বনির বিভাগ ও উচ্চারণগত নামঃ

ক) স্পর্শ ব্যঞ্জন

বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিআগে আমরা দেখেছি যে, পাঁচটি বর্ণ বা গুচ্ছে প্রত্যেকটিতে পাঁচটি বর্ণ পাওয়া যায়। এগুলো স্পৃষ্ট ধ্বনিজ্ঞাপক। ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনকে স্পর্শ ব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলে।

খ) উষ্মধ্বনি

শ, ষ, স, হ-চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি। এদের বলা হয় উষ্মধ্বনি বা শিশধ্বনি। শ ষ স-তিনটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি অঘোষ অল্পপ্রাণ আর 'হ' ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

গ) অন্তঃস্থ ধ্বনি

স্পর্শ বা উষ্ম ধ্বনির অন্তরে অর্থাৎ মাঝে আছে বলে 'য র ল ব' ইত্যাদি ধ্বনিকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয়। য্ (Y) এবং ব্ (W) এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি।

উচ্চারণ অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি বা ব্যঞ্জনবর্ণসমূহঃ

১। স্পর্শ বর্ণঃ বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ক থেকে ম পর্যন্ত পচিশটি বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ বলে। এ বর্ণগুলো উদ্চারণকালে জিহ্বা ও মুখের কোন না কোনও অংশকে স্পর্শ করে। এ স্পর্শ বর্ণগুলোকে আবার পাঁচভাগে ভাগ করা হয়। এর এক একটি ভাগকে বর্গ বলে। বর্গের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী এদের নাম করা হয়। যেমনঃ

ক - বর্গীয় ধ্বনি	ক, খ, গ, ঘ, ঙ	এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় কণ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাই এগুলোকে বলা হয় কণ্ঠ্যবর্ণ।
চ - বর্গীয় ধ্বনি	চ, ছ, জ, ঝ, ঞ	এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুকে স্পর্শ করে, তাই এদের বলা হয় তালব্যবর্ণ।
ট - বর্গীয় ধ্বনি	ট, ঠ, ড, ঢ, ণ	এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুর উপরের অংশ মূর্ধাকে স্পর্শ করে, তাই এদের বলা হয় মূর্ধন্য বর্ণ।
ত - বর্গীয় ধ্বনি	ত, থ, দ, ধ, ন	এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিহ্বা দন্তকে স্পর্শ করে, তাই এদের বলা হয় দন্ত্যবর্ণ।
প - বর্গীয় ধ্বনি	প, ফ, ব, ভ, ম	এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময়ে জিহ্বা দুটি ঠোট বা ওষ্ঠের সাহায্য অনুভব করে, তাই এদের বলা হয় ওষ্ঠবর্ণ।

২. নাসিক্য বর্ণঃ

ঙ, ঞ, ণ, ন, ম - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুসতাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিকা ধ্বনি। প্রতীকী সব বর্ণকে বলা হয় নাসিক্য বর্ণ।

৩. অনুনাসিক ধ্বনি বা বর্ণঃ

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরধ্বনির অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক ধ্বনি এবং প্রতীকটিকে অনুনাসিক প্রতীক বা বর্ণ বলে। যেমনঃ আঁক, চাঁদ, বাঁধ, বাঁকা, শাঁস ইত্যাদি।

৪. বাংলায় ঙ, ং বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। যেমনঃ রঙ/রং, অহংকার/অহঙ্কার ইত্যাদি।

৫. ঞ বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি অনেকটা 'ইয়'-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনির মতো। যেমনঃ ভূঞা (ভুঁইয়া)।

৬. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে থাকলে ঞ-এর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমনঃ জঞ্জাল, খঞ্জ ইত্যাদি।

৭. বাংলায় ণ, ন বর্ণের দ্যোতিত ধ্বনি দুটির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নাই। কেবল ট-বর্গীয় ধ্বনির আগে যুক্ত হলে ণ-এর মূর্ধন্য উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমনঃ ঘণ্টা, লণ্ঠন ইত্যাদি।

৮. ঙ, ং, ঞ, ণ - এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি কখনো শব্দের প্রথমে আসে না কিন্তু শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে আসে। সুতরাং এসব ধ্বনির প্রতীক বর্ণও শব্দের আদিতে ব্যবহৃত হয় না কিন্তু শব্দের মধ্যে বা অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ সঙ্ঘ বা সংঘ, ব্যাঙ বা ব্যাং, অঞ্জনা, ভূঞা, ক্ষণ ইত্যাদি।

৯. ন-বর্গে দ্যোতিত ধ্বনি শব্দের আদি, মধ্য ও অন্ত তিন জায়গায়ই ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ নাম, বানান, উন ইত্যাদি।
উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্পর্শ ব্যঞ্জনকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১. অঘোষ ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না তাকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমনঃ ক, খ, চ, ছ।

২. ঘোষ ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাকে বলে ঘোষ ধ্বনি। যেমনঃ গ, ঘ, জ, ঝ।

এদের আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

১. অল্পপ্রাণ ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের স্বল্পতা থাকে তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমনঃ ক, গ, চ, জ।

২. মহাপ্রাণ ধ্বনি

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমনঃ খ, ঘ, ছ, ঝ।

অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ এবং অঘোষ ও ঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ব্যঞ্জনগুলো নিচের ছকে দেখানো হলোঃ

উচ্চারণের স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
	১. অল্পপ্রাণ	২. মহাপ্রাণ	৩. অল্পপ্রাণ	৪. মহাপ্রাণ	৫. নাসিক্য
কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধ্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম

অন্তঃস্থ বর্ণঃ
যে সকল বর্ণ স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত সেগুলোকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে। য, র, ল, ব চারটি অন্তঃস্থ বর্ণ।

উষ্ম বর্ণঃ
যে সব বর্ণ উচ্চারণের সময় মুখের ভেতর নিশ্বাস অনেকক্ষণ তাদেরকে উষ্ম বর্ণ বলে। এগুলো উচ্চারণের সময় শিসধ্বনি হয় বলে, এগুলোকে শিসধ্বনিও বলে। শ, ষ, স তিনটি উষ্ম বর্ণ।

হঃ
হ বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনিটি কণ্ঠনালীতে উৎপন্ন মূল উষ্ম ঘোষধ্বনি। উষ্মধ্বনিটি উচ্চারণের সময় উন্মুক্ত কণ্ঠে মধ্য দিয়ে বাতাস জোরে নির্গত হয়। যেমনঃ হাত, মহা, পহেলা ইত্যাদি।

ং অনুস্বারঃ
ং উচ্চারণ ঙ - উচ্চারণের মতো। যেমনঃ রং (রঙ), বাংলা (বাঙলা) ইত্যাদি। উচ্চারণে অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় ং বদলে ঙ আবার ঙ বদলে ং ব্যবহার খুবই সাধারণ।

ঃ বিসর্গঃ
বিসর্গ হলো অঘোষ 'হ' উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। হ উচ্চারণ ঘোষ কিন্তু ঃ উচ্চারণ অঘোষ। বাংলায় একমাত্র বিস্ময়াদি প্রকাশক অব্যয়েই বিসর্গের ধ্বনি শোনা যায়। যেমনঃ আঃ, উঃ, ওঃ, বাঃ ইত্যাদি। সাধারণত বাংলায় শব্দের অন্তে বিসর্গ প্রায়ই অনুচ্চারিত থাকে। যেমন : বিশেষতঃ (বিশেষত), ফলতঃ (ফলত)। পদের মধ্যে বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমনঃ দুঃখ (দুক্খ), প্রাতঃকাল (প্রাতক্কাল)।

তাড়নজাত ধ্বনিঃ
ড়, ঢ় বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা ওপরের দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় তাড়নজাত ধ্বনি। ড় উচ্চারণ ড, র দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের মাঝামাঝি এবং ঢ় উচ্চারণ ড়, হ দ্বারা দ্যোতিত ধ্বনিদ্বয়ের দ্রুত মিলিত ধ্বনি। যেমনঃ বড়, গাঢ়, রাঢ় ইত্যাদি।

একনজরে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা

ধ্বনি ও বর্ণ	সংখ্যা	নমুনা
বর্ণমালা	৫০টি	
স্বরবর্ণ	১১ টি	অ-ঔ পর্যন্ত
হ্রস্ব স্বর	৪ টি	অ, ই, উ, ঋ
দীর্ঘ স্বর	৭ টি	আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ
মৌলিক স্বরধ্বনি	৭ টি	অ, আ, ই, উ, ও, এ, অ্যা
যৌগিক বর্ণ	২ টি	ঐ, ঔ
মৌলিক স্বরবর্ণ	৬ টি	অ, আ, ই, উ, ও, এ
মৌলিক স্বরবর্ণ নয়	৫ টি	ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ
অলিখিত মৌলিক স্বরধ্বনি	১ টি	অ্যা
ব্যঞ্জনবর্ণ	৩৯ টি	ক-ঁ পর্যন্ত
বর্গীয় বর্ণ	২৫ টি	ক খ গ ঘ ঙ /চ ছ জ ঝ ঞ /ট ঠ ড ঢ ণ/ত থ দ ধ ন /প ফ ব ভ ম
কার	১০ টি	আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ,ঐ, ও, ঔ
ফলা	৬ টি	ন-ফলা, ম- ফলা, ব-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা
অল্পপ্রাণ স্বরবর্ণ	৫ টি	অ ই উ এ ও
মহাপ্রাণ স্বরবর্ণ	৫ টি	আ ঈ ঊ ঐ ঔ
অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণ	২৪ টি	ক গ ঙ/চ জ ঞ/ট ড ণ/ত দ ন/প ব ম/য র ল শ/ষ স ড় য়/ঃ
মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনবর্ণ	১১ টি	খ ঘ/ছ ঝ/ঠ ঢ/থ ধ/ফ ভ ঢ়
মোট পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২ টি	
মোট র্অধমাত্রার বর্ণ	৮ টি	
মোট মাত্রাহীন বর্ণ	১০ টি	
পূর্ণমাত্রা স্বরবর্ণ	৬ টি	অ আ /ই ঈ /উ ঊ
মাত্রাহীন স্বরবর্ণ	৪ টি	এ ঐ ও ঔ
র্অধমাত্রার স্বরবর্ণ	১ টি	ঋ
পূর্ণমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ	২৬ টি	ক ঘ /চ ছ জ ঝ /ট ঠ ড ঢ /ত দ ন /ফ ব ভ ম /য র ল ষ/স হ ড় ঢ় য়
র্অধমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ	৭ টি	খ গ ণ থ ধ প শ
মাত্রাহীন ব্যঞ্জনবর্ণ	৬ টি	ঙ ঞ ঃ ঁ ৎ ং

নিলীন বর্ণ	১ টি	অ
আশ্রিত র্বণ	৩ টি	ং, ঃ,ঁ
নাসিক্য র্বণ	৫ টি	ঙ, ঞ, ণ, ন, ম
অনুনাসিক বর্ণ	১ টি	ঁ
যৌগকি স্বর	২৫ টি	অই, অউ, অয়, অও, আই, আউ, আয়, আও ইত্যাদি।
যৌগকি স্বরজ্ঞাপক র্বণ	২টি	ঐ ঔ
যৌগকি স্বরজ্ঞাপক র্বণ নয়	২৩ টি	
স্পর্শ ব্যঞ্জন	২৫টি	ক - ম র্পযন্ত
উষ্ম/শিশ্ বর্ণ	৪টি	শ, ষ, স, হ (নতুন বোর্ড বই অনুযায়ী শ, স, হ)
তাড়নাজাত বর্ণ	২ টি	ড়, ঢ়
কম্পনজাত বর্ণ	১ টি	র
পার্শ্বিক বর্ণ	১ টি	ল
অন্তঃস্থ বর্ণ	৪ টি	য, ব, র, ল

সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণঃ
বাংলা ভাষায় সাধারণত তিনভাবে সংযুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হতে পারে। যেমনঃ

ক) কার সহযোগেঃ
স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। অ-ভিন্ন অন্য দশটি স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ হয়। সুতরাং বাংলায় কার ১০টি। এগুলো যেমনঃ

আ-কার (া)	বাবা, মা, চাকা
ঋ-কার (ৃ)	কৃতী, গৃহ, ঘৃত
ই-কার (ি)	পাখি, বাড়ি, চিনি
এ-কার (ে)	ছেলে, মেয়ে, ধেয়ে
ঈ-কার ী)	নীতি, শীত, স্ত্রী
ঐ-কার (ৈ)	বৈশাখ, চৈত্র, ধৈর্য
উ-কার (ু)	খুকু, বুবু, ফুফু
ও-কার (ো)	দোলা, তোতা, খোকা
ঊ-কার (ূ)	মূল্য, চূর্ণ, পূজা
ঔ-কার (ৌ)	পৌষ, গৌতম, কৌতুক

খ) ফলা সহযোগেঃ

১. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে ফলা। ফলা যুক্ত হলে বর্ণের আকারের পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা ৬টি। যেমনঃ

ণ/ন-ফলা	চিহ্ন, রত্ন, পূর্বাহ্ন (হ+ন), অপরাহ্ণ (হ+ণ), কৃষ্ণ (ষ+ণ)
ব-ফলা	বিশ্বাস, নিঃস্ব, নিতম্ব
ম-ফলা	তন্ময়, পদ্ম, আত্মা
য-ফলা	সহ্য, অত্যন্ত, বিদ্যা
র-ফলা	গ্রহ, ব্রত, স্রষ্ট
ল-ফ	ক্লান্ত, অম্লান, উল্লাস

২. বাংলা স্বরবর্ণের সঙ্গেও ফলা যুক্ত হয়। যেমনঃ এ্যাপোলো, এ্যাটম, অ্যাটর্নি, অ্যালার্ম ধ্বনি ইত্যাদি।
৩. বাংলা যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গেও কার এবং ফলা যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয়। যেমনঃ সন্ন্যাস, সূক্ষ্ম, সন্ধ্যা ইত্যাদি।

গ) ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণঃ কতিপয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণঃ

ক্ক=ক্+ক	পাক্কা, ছক্কা, চক্কর
ক্ত=ক্+ত	রক্ত, শক্ত, ভক্ত
ক্ষ=ক্+ষ	শিক্ষা, বক্ষ, রক্ষা
ক্স=ক্+স	বাক্স
ঙ্খ=ঙ্+খ	শৃঙ্খলা, শঙ্খ
ঙ্গ=ঙ্+গ	সঙ্ঘ, লঙ্ঘন
চ্চ=চ্+চ	উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চকিত
চ্ছ=চ্+ছ	উচ্ছল, উচ্ছেদ
জ্জ=জ্+জ	উজ্জীবন, উজ্জীবিত
জ্ঝ=জ্+ঝ	কুজ্ঝটিকা
জ্ঞ=জ্+ঞ	জ্ঞান, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান
ঞ্চ=ঞ্+চ	অঞ্চল, সঞ্চয়, পঞ্চম
ঞ্ছ=ঞ্+ছ	বাঞ্ছিত, বাঞ্ছনীয়, বাঞ্ছা
ঞ্জ=ঞ্+জ	গঞ্জ, রঞ্জন, কুঞ্জ
ঞ্ঝ=ঞ্+ঝ	ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট

ট্ট=ট্+ট	অট্টালিকা, চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম
ড্ড=ড্+ড	গড্ডালিকা, উড্ডীন, উড্ডয়ন
ণ্ট=ণ্+ট	ঘণ্টা, বণ্টন
ত্ত=ত্+ত	উত্তম, বিত্ত, চিত্ত
থ্থ=ত্+থ	উত্থান, উত্থিত, অভ্যুত্থান
দ্দ=দ্ +দ	উদ্দাম, উদ্দীপক, উদ্দেশ্য
দ্ধ=দ্+ধ	উদ্ধত, উদ্ধৃত, পদ্ধতি
দ্ভ=দ্+ভ	উদ্ভব, উদ্ভট, উদ্ভিদ
ন্ত=ন+ত	অন্ত, দন্ত, কান্ত
ন্দ=ন+দ	আনন্দ, সন্দেশ, বন্দী
ন্ধ=ন+ধ	বন্ধন, রন্ধন, সন্ধান
ন্ন=ন্+ন	অন্ন, ছিন্ন, ভিন্ন
ন্ম=ন্+ম	জন্ম, আজন্ম
প্ত=প্+ত	রপ্ত, ব্যাপ্ত, লিপ্ত
প্প=প্+প	বাপ্পা, বাপ্পি
প্স=প্+স	লিপ্সা, অভীপ্সা
ব্দ=ব্+দ	অব্দ, জব্দ, শব্দ
ল্ক=ল্+ক	উল্কা, বল্কল
ল্গ=ল্+গ	ফাল্গুন
ল্ট=ল্+ট	উল্টা
ষ্ক=ষ্+ক	শুষ্ক, পরিষ্কার, বহিষ্কার
স্ক=স্+ক	স্কুল, স্কন্ধ
স্খ=স্+খ	স্খলন
স্ট=স+ট	আগস্ট, স্টেশন
স্ত=স্+ত	অস্ত, সস্ত, স্তব্ধ
স্ফ=স্+ফ	স্ফটিক, প্রস্ফুটিত
হ্ম=হ্+ম	ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ

ক্ষ্ম = ক+ষ+ম	সূক্ষ্ম
ন্ত্র = ন+ত+র	স্বাতন্ত্র্য

অনুশীলন

০১.বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ কয়টি?
ক. ৪৭টি
খ. ৪৮টি
গ. ৪৯টি
ঘ. ৫০টি

০২.নিচের কোন বর্ণগুলো মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ?
ক. খ ঘ ছ
খ. ণ ন ম
গ. ড দ ব
ঘ. ট ত প

০৩.'অ এবং আ' -এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক. তালু
খ. ওষ্ঠ
গ. মূর্ধা
ঘ. কণ্ঠ

০৪.শব্দের ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
ক. শব্দ
খ. ধ্বনি
গ. বর্ণ
ঘ. চিহ্ন

০৫.বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?
ক. তৃতীয় বর্ণ
খ. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
ঘ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ

০৬.উচ্চারণস্থান অনুযায়ী কোনগুলো তালব্য বর্ণ?
ক. প ফ ব ভ ম
খ. ক খ গ ঘ ঙ
গ. চ ছ জ ঝ ঞ
ঘ. ট ঠ ড ঢ ণ

০৭.বাংলায় কয়টা মৌলিক স্বরধ্বনি আছে?
ক. ছয়টা
খ. সাতটা
গ. নয়টা
ঘ. দশটা

০৮.'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিগুলোকে বলে ___?
ক. তাড়নজাত
খ. কম্পন জাত
গ. নাসিক্য
ঘ. উষ্ম

০৯.শিশুরা কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?
ক. ক-বর্গের
খ. ট-বর্গের
গ. ত-বর্গের
ঘ. প-বর্গের

১০.একই সংগে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কি বলে?
ক. স্বর-সঙ্গতি
খ. যৌগিক স্বর
গ. অভিশ্রুতি
ঘ. মধ্যস্বর

১১.বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক কয়টি বর্ণ রয়েছে?
ক. তিনটি
খ. দুটি
গ. চারটি
ঘ. পাঁচটি

১২.আধুনিক বাংলায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কতটি ?
ক. ২০ টি
খ. ২৫ টি
গ. ৩০ টি
ঘ. ১১ টি

১৩.বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক. এগারটি
খ. নয়টি
গ. দশটি
ঘ. আটটি

১৪.নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ভ
খ. ঠ
গ. ফ
ঘ. চ

১৫.যথাক্রমে ষ্ণ এবং হ্ন-এর বিশিষ্ট রূপ দেখান।
ক. ষ+ঞ, হ+ণ
খ. ষ+ন, হ+ণ
গ. ষ+ণ, হ+ন
ঘ. ষ+ন, হ+ন

১৬.নিচের কোন বর্ণগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ?
ক. খ, ছ, ঝ
খ. ঠ থ ফ
গ. ঢ ধ ঙ
ঘ. গ, চ জ

১৭.'খন্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খন্ড রূপ?
ক. 'খ' বর্ণের
খ. 'ত' বর্ণের
গ. 'দ' বর্ণের
ঘ. 'ধ' বর্ণের

১৮.ট বর্গীয় ধ্বনির অপর নাম কি?
ক. দন্ত্য ধ্বনি
খ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি
গ. তালব্য স্পর্শ ধ্বনি
ঘ. মূর্ধন্য ধ্বনি

১৯.বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?
ক.দুটি
খ.তিনটি
গ.চারটি
ঘ.পাঁচটি

২০.বাংলা ভাষায় হ্রস্ব স্বররর্ণের সংখ্যা কয়টি ?
ক.২ টি
খ.১ টি
গ.৬ টি
ঘ.৪ টি

ধ্বনি পরিবর্তন

স্বরাগম

ক) আদি স্বরাগম (Prothesis):

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে বলে আদি স্বরাগম। যেমনঃ স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন। এরূপ – আস্তাবল, আস্পর্ধা।

খ) মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি (Anaptyxis):

সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। স্বরভক্তিতে অ, ই, উ, এ, ও স্বরধ্বনির আগম দেখা যায়।

• অ - স্বরভক্তির আগম	রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, স্বপ্ন > স্বপন, হর্ষ > হরষ ইত্যাদি।
• ই - স্বরভক্তির আগম	প্রীতি > পিরীতি, ক্লিপ > কিলিপ, ফিল্ম > ফিলিম ইত্যাদি।
• উ - স্বরভক্তির আগম	মুক্তা > মুকুতা, তুর্ক > তুরুক, ভ্রু > ভুরু ইত্যাদি।
• এ - স্বরভক্তির আগম	গ্রাম > গেরাম, প্রেক > পেরেক, স্রেফ > সেরেফ ইত্যাদি।
• ও - স্বরভক্তির আগম	শ্লোক >শোলোক, মুরগ > মুরোগ> মোরগ ইত্যাদি।

প্রয়োগঃ

'মুকুতা (মুক্তা > মুকুতা) ফলের লাভে ডুবে রে অতল জলে যতনে (যত্নে > যতনে] ধীবর।' - মধুসূদন।

'মাগাে আমার শালোকে (শ্লোক > শালাকে) বলা কাজলা দিদি কই।'

'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে (হর্ষে > হরষে)।'

'আকুল শরীর মারে বেয়াকুল (ব্যাকুল > বেয়াকুল) মন।'

'যমুনা সিনানে (স্নানে > সিনানে) যাই আঁখি মেলি নাহি চাই।'

'সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে (স্বপ্নে > স্বপনে)।'

গ) অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে। এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম। যেমনঃ দিশ > দিশা, পোখত্ > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি ইত্যাদি।

ই – ধ্বনির অপিনিহিতি

আজি > আইজ, রাতি > রাইত, রাখিয়া > রাইখ্যা, জালিয়া > জাইল্যা, চারি > চাইর, চলিয়া > চইলা, গাঁটি > গাঁইট, মাটিয়া > মাইট্যা, গাঁতি > গাঁইতি, ভাসিয়া > ভাইস্যা ইত্যাদি।

য – ফলার অন্তর্নিহিত ,ই–ধ্বনির অপিনিহিতি

সত্য > সইত্য, কন্যা > কইন্যা, কাব্য > কাইব্য ইত্যাদি।

উ – ধ্বনির অপিনিহিতি

মাছুয়া > মাউছ্যা, গাছুয়া > গাউছ্যা, হাটুয়া > হাউট্যা ইত্যাদি।

ক্ষ ও জ্ঞ – এর অন্তর্নিহিত

ই–ধ্বনির অপিনিহিতি সাক্ষাৎ > সাইক্ষাৎ, লক্ষ > লইক্ষ, বক্ষ > বইক্ষ ইত্যাদি।

অসমীকরণ (Dissimilation):

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয় তখন তাকে বলে অসমীকরণ।
যেমনঃ ধপ + ধপ > ধপাধপ, টপ + টপ > টপাটপ।

স্বরসঙ্গতি (Vowel Harmony):

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমনঃ দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি, মুলা > মুলো।

ক. প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে প্রগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমনঃ মূল্য > মূলো, শিকা > শিকে, তুলা > তুলো।

i) পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত ই -স্বরের প্রভাবে পরবর্তী নিম্নাবস্থিত আ-স্বর উচ্চ-মধ্যাবস্থিত এ-স্বরে পরিণত হয় (ই → আ › এ): মিথ্যা > মিথ্যে, মিঠা > মিঠে, ফিতা > ফিতে, বিলাত > বিলেত ইত্যাদি।

ii) পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত উ (ক্ষেত্র বিশেষে ঊ)-স্বরের প্রভাবে নিম্নাবস্থিত আ-স্বর উচ্চ-মধ্যাবস্থিত ও-স্বরে পরিণত হয় (উ → আ › ও): খুড়া > খুড়ো, জুতা > জুতো, বুড়া > বুড়ো, রুপা > রুপো, পূজা > পুজো, কুমড়া > কুমড়ো, ফুটা > ফুটো, ফুলা > ফুলো ইত্যাদি।

iii) পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত উ-স্বরের প্রভাবে নিম্নাবস্থিত আ-স্বরের উচ্চাবস্থিত উ-স্বরে রূপান্তর ঘটে (উ → আ › উ): উনান > উনুন, কুড়াল > কুড়ুল, উড়ানি > উড়ুনি, ধুনারি > ধুনুরি ইত্যাদি।

iv) পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত উ-স্বরের প্রভাবে নিম্ন-মধ্যাবস্থিত অ-স্বরের উচ্চাবস্থিত উ-স্বরে রূপান্তর রূপান্তর ঘটে। (উ → অ › উ): পুত্র > পুত্তুর, নমঃশূদ্র > নমশুদ্দুর ইত্যাদি।

v) পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত ই-স্বরের প্রভাবে নিম্নাবস্থিত আ-স্বর উচ্চাবস্থিত ই-স্বরে পরিণত হয় (ই → আ › ই): ভিখারি > ভিখিরি, বিলাতি > বিলিতি, বিকাকিনা > বিকিকিনি ইত্যাদি।

vi) পূর্ববর্তী নিম্নাবস্থিত আ নিম্ন-মধ্যাবস্থিত অ, উচ্চাবস্থিত ই কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে ঔ-এর প্রভাবে পরবর্তী নিম্নাবস্থিত আ, নিম্ন-মধ্যাবস্থিত অ উচ্চ-মধ্যাবস্থিত ও-স্বরে পরিণত হয়ঃ

- (অ → অ > ও): গরম > গরামে, গরব > গরোব, অনল > অনালে ইত্যাদি।
- (আ → অ › ও): কাঁদন > কাঁদোন, কাগজ > কাগাজে, আসল > আসালে ইত্যাদি।
- (ই → অ › ও) : বিষম > বিষোম, পিতল > পিতালে, নিয়ম > নিয়োম ইত্যাদি।
- (ঔ → আ › ও) : চৌকা > চৌকো, মৌজা > মৌজো, নৌকা > নৌকো ইত্যাদি।
- (ঔ → অ > ও): দৌলত > দৌলোত, সৌরভ > সৌরোভ ইত্যাদি।

খ. পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regressive):

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে পরাগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমনঃ আখো > আখুয়া > এখো, দেশি > দিশি।

১. পরবর্তী নিম্নাবস্থিত আ-স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত উ-স্বর উচ্চ-মধ্যাবস্থিত ও স্বরে পরিণত হয় (আ → উ › ও): বুনা > বোনা, খুদা > খাদো, ভুলা > ভোলা, শুনা > শানো, ফুলা > ফোলা ইত্যাদি।

২. পরবর্তী নিম্ন-মধ্যাবস্থিত অ, নিম্নাবস্থিত আ বা উচ্চ-মধ্যাবস্থিত এ-স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী উচ্চাবস্থিত ই-স্বর উচ্চ-মধ্যাবস্থিত এ-স্বরে পরিণত হয় (অ, আ, এ → ই › এ): শিখা > শেখা, শিখে > শেখে, লিখা > লেখা, লিখে > লেখে, মিলা > মেলা, ফিরা > ফেরা ইত্যাদি।

৩. পরবর্তী উচ্চাবস্থবিত ই (ক্ষেত্রবিশেষে ঈ) স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী নিম্নাবস্থিত আ-স্বর উচ্চাবস্থিত ই স্বরে, উচ্চ-মধ্যাবস্থিত এ-স্বর উচ্চাবস্থিত ই স্বরে পরিণত হয় (ই → আ, এ › ই): সন্ন্যাসী > সন্নিসি, বেটি > বিটি, দেশি > দিশি ইত্যাদি।

৪. পরবর্তী নিম্নাবস্থিত আ, উচ্চ-মধ্যাবস্থিত এ আর ও স্বরের প্রভাবে পূর্ববর্তী উচ্চ-মধ্যাবস্থিত এ স্বরের বিকৃত উচ্চারণ অ্যা হয় (আ, এ, ও → এ > অ্যা): খেলা > খ্যালা, ঠেলা > ঠ্যালা, দেখে > দ্যাখে ইত্যাদি।

গ. মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):

আদ্যন্তর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমনঃ বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি ইত্যাদি।

ঘ. অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):

আদ্য ও অন্ত্য দুই স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি হয়। যেমনঃ মোজা > মুজো, ধোঁকা > ধুঁকো, পোষ্য > পুষ্যি ইত্যাদি।

ঙ. চলিত বাংলার স্বরসঙ্গতিঃ

গিলা > গেলা, মিলামিশা > মেলামেশা, মিঠা > মিঠে, ইচ্ছা > ইচ্ছে ইত্যাদি। পূর্বস্বর উ-কার হলে পরবর্তী স্বর ও-কার হয়। যেমনঃ মুড়া > মুড়ো, চুলা > চুলো ইত্যাদি।

বিশেষ নিয়মে - উড়ুনি > উড়নি, এখনি > এখুনি হয়।

স্বরলোপ বস্তুত স্বরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া। দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ। যেমনঃ বসতি > বস্তি, জানালা > জান্লা ইত্যাদি।

ক) আদিস্বরলোপ (Aphesis)

অলাবু > লাবু > লাউ, উদ্ধার > উধার > ধার।

খ) মধ্যস্বর লোপ (Syncope)

অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

গ) অন্ত্যস্বর লোপ (Apocope)

আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধ্যা > সঞ্ঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয়
শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমনঃ বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল ইত্যাদি।

সমীভবন বা সমীকরণ (Assimilation):
শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন। যেমনঃ জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

ক. প্রগত সমীভবন (Progressive):
পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মতো হয়, একে বলে প্রগত সমীভবন। যেমনঃ চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম >পদ্দ, লগ্ন > লগ্ন ইত্যাদি।

খ. পরাগত সমীভবন (Regressive):
পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয় একে বলে পরাগত সমীভবন। যেমনঃ তৎ + জন্য > তজ্জন্য,
তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ ইত্যাদি।

গ. অন্যোন্য সমীভবন (Mutual):
যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তিত হয় তখন তাকে বলে অন্যোন্য সমীভবন। যেমনঃ সত্য > সচ্চ, বিদ্যা > বিজ্জা ইত্যাদি।

বিষমীভবন বা অসমীকরণ (Dissimilation):
দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমনঃ শরীর > শরীল, লাল > নাল, লেবু > নেবু ইত্যাদি।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (Long Consonant):
কখনো কখনো জোর দেয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, একে বলে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব। যেমনঃ পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল, ছোট > ছোট্ট ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন বিকৃতি
শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।
যেমনঃ কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনচ্যুতি
পাশাপাশি সমউচ্চারণের দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি। যেমনঃ বউদিদি > বউদি, বড় দাদা > বড়দা ইত্যাদি।

অন্তর্হতি
পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমনঃ ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা ইত্যাদি।

অভিশ্রুতি (Umlaut):
বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি। যেমনঃ 'করিয়া' থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে' হয়। যেমনঃ শুনিয়া > শুনে, বলিয়া > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।

র-কার লোপ
আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। যেমনঃ তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম ইত্যাদি।

হ-কার লোপ
আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ হয়। যেমনঃ পুরোহিত > পুরুত, গাহিল > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু > সাউ, শাহ্ > শা ইত্যাদি।

অ-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি (Euphonic Glides)
শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বি-স্বর (যৌগিক স্বর) না হয় তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জনধ্বনির মতো অন্তঃস্থ 'য়' (W) বা অন্তঃস্থ 'ব' (W) উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি। যেমনঃ মা + আমার=মা (য়) আমার > মায়ামার। যা + অ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ - নাওয়া, খাওয়া, দেওয়া ইত্যাদি।

নাসিক্যীভবন
নাসিক্যব্যঞ্জন(ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ব স্বরধ্বনিটি অনুনাসিক হলে তাকে নাসিক্যীভবন বলে। যেমনঃ চন্দ্র > চাঁদ, শঙ্খ > শাঁখ, পঞ্চ > পাঁচ , অঙ্ক > আঁক ইত্যাদি। নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ না পেয়েও যদি সানুনাসিক স্বর হয় তবে তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। যেমনঃ পুস্তক > পুথি > পুঁথি, হাসপাতাল> হাঁসপাতাল।

ঘোষীভবন, অঘোষীভবন , মহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন (Voicing, De-voicing, Aspiration, De-aspiration)
আমরা অনেক সময় অঘোষধ্বনিকে ঘাষেধ্বনি করে নিই, আবার ঘোষধ্বনিকে অঘোষ করি, তেমনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে করি মহাপ্রাণ বা মহাপ্রাণ ধ্বনিকে করি অল্পপ্রাণ। উদাহরণ যথাক্রমে – কাক > কাগ , গুলাব > গালোপ, পাশ > ফাঁস, ভগিনী > বোন। এই পরিবর্তনকে আমরা যথাক্রমে ঘোষীভবন, অঘোষীভবন, মহাপ্রাণীভবন, অল্পপ্রাণীভবন বলি।

অনুশীলনী

০১.Prothesis অর্থ হলো?
ক. মধ্যস্বরাগম
খ. আদি স্বরাগম
গ. অন্ত্যস্বরাগম
ঘ. অপিনিহিতি

০২.সমীভবন হয় মূলত কোন ক্ষেত্রে?
ক. স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে
খ. ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে
গ. ক ও খ
ঘ. কোনটিতেই নয়

০৩.মারি >মাইর উদাহরণটি কোন প্রকার ধ্বনি পরিবর্তনে?
ক. স্বরসঙ্গতি
খ. অপিনিহিতি
গ. মধ্যস্বরাগম।
ঘ. মধ্যগত

০৪.'মধ্যস্বরাগম'-এর অপর নাম কী?
ক. অসমীকরণ
খ. বিষমীভবন
গ. বিপ্রকর্ষ
ঘ. সমীভবন

০৫.কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরকে কী বলা হয়?
ক. অপিনিহিতি
খ. অসমীকরণ
গ. স্বরসংগতি
ঘ. অন্ত্যস্বরাগম

০৬.নিচের কোনটি আদি স্বরাগমের উদাহরণ?
ক. গ্লাস > গেলাস
খ. মারি > মাইর
গ. স্কুল > ইস্কুল
ঘ. রিকশা > রিশকা

০৭.পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?
ক. বিপ্রকর্ষ
খ. স্বরাগম
গ. অভিশ্রুতি
ঘ. অপিনিহিতি

০৮.তৎহিত> তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
ক. সম্প্রকর্ষ
খ. বিষমীভবন
গ. স্বরসম্গতি
ঘ. সমীভবন

০৯.একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অন্য স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
ক. স্বরলোপ
খ. সমীকরণ
গ. অন্তঃস্বরলোপ
ঘ. স্বরসংগতি

১০.অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে কী বলে?
ক. সমীভবন
খ. প্রগত স্বরসংগতি
গ. অভিশ্রুতি
ঘ. পরাগত স্বরসংগতি

১১.কোনটি পরাগত সমীভবনের উদাহরণ?
ক. কান্না > কাঁদনা
খ. তৎজন্য > তজ্জান্য
গ. সত্য > সচ্চ
ঘ. আজি > আজ

১২.ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহারণ কোনটি ?
ক.পিসাচ > পিচাশ
খ. বাকস > বাসক
গ. লাবু > আলাবু
ঘ. তরায়োল > তলোয়ার

১৩.পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ হলে তাকে কী বলে?
ক. অভিশ্রুতি
খ. বিষমীভবন
গ. স্বরলোপ
ঘ. অন্তর্হতি

১৪.স্বরভক্তির অপর নাম কী?
ক. বিপ্রকর্ষ
খ. অভিশ্রুতি
গ. অন্ত্যস্বরাগম
ঘ. অপিনিহিতি

১৫.র-কারের বিলোপ ঘটেছে কোনটিতে ?
ক. করতে > কত্তে
খ. কাঁদনা> কান্না
গ. লাফ > ফাল
ঘ. লক্ষ্য > লইখ্যা

১৬.আশু>আউশ-এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরন ?
ক. অপিনিহিতি
খ. সমীভবন
গ. বিপ্রকর্ষ
ঘ. বর্ণ বিপর্যয়

১৭.কই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হওয়াকে কী বলে?
ক. পরাগত
খ. সম্প্রকর্ষ
গ. স্বরসংগতি
ঘ. অসমীকরণ

১৮.কোনগুলো আদি স্বরাগমের উদাহারণ?
ক. স্নেহ > সিনেহ, দর্শন > দরিশন।
খ. রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম
গ. স্ত্রী > ইস্ত্রী, স্কুল > ইস্কুল
ঘ. গ্রাম > গেরাম, প্রেক> পেরেক

১৯.আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে তাকে কোন স্বরসংগতি বলে?
ক. আদি স্বরসংগতি
খ.পরাগত স্বরসংগতি
গ. প্রগত স্বরসংগতি
ঘ. মধ্য স্বরসংগতি

২০.ক্লাশ > কিলেশ, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাস > গেলাস
ক অপিনিহিতি
খ. আদি স্বরাগম
গ. মধ্য স্বরাগম
ঘ. অন্ত্য স্বরাগম

বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

০১। নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক) আ
খ) ই
গ) এ
ঘ) অ্যা
উত্তর: ক

০২। বড় > বড্ড-এটি কোন ধরনের পরিবর্তন? [৪৩তম বিসিএস]
ক) বিষমীভবন
খ) সমীভবন
গ) ব্যঞ্জনদ্বিত্ব
ঘ) ব্যঞ্জন-বিকৃতি
উত্তর: গ

০৩। বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক) স্বরযন্ত্র
খ) ফুসফুস
গ) দাঁত
ঘ) উপরের সবকটি
উত্তর: ঘ

০৪। অপিনিহিতির উদাহরণ কোনটি? [৪১তম বিসিএস]
ক) জন্ম > জম্ম
খ) আজি > আইজ
গ) ডেস্ক > ডেস্‌ক
ঘ) অলাবু > লাবু > লাউ
উত্তর: খ

০৫। ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে বলে – [৪১তম বিসিএস]
ক) রেফ
খ) হসন্ত
গ) কার
ঘ) ফলা
উত্তর: ঘ

০৬। মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে- [৪২তম বিসিএস]
ক) বাক প্রত্যঙ্গ
খ) অঙ্গধ্বনি
গ) স্বরতন্ত্রী
ঘ) নাসিকাতন্ত্র
উত্তর: ক

০৭। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮তম; ৩৫তম বিসিএস]
ক) ৭টি
খ) ৮টি
গ) ৬টি
ঘ) ১১টি
উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ, অর্ধমাত্রা ও স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রার বর্ণ যথাক্রমে ১১, ৮ ও ৬টি।

০৮। বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) তৃতীয় বর্ণ
খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ
ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ
উত্তর: খ

০৯। 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক) যৌগিক স্বরধ্বনি
খ) তালব্য স্বরধ্বনি
গ) মিলিত স্বরধ্বনি
ঘ) কোনোটি নয়
উত্তর: ক

১০। ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি? [৩২তম বিসিএস]
ক) বর্ণ
খ) শব্দ
গ) অক্ষর
ঘ) ধ্বনি
উত্তর: ঘ

১৪। ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি কোনটি? (বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ২০২০]
ক) খ
খ) ব
গ) ঝ
ঘ) ঠ
উত্তর: গ

১৫। কোন দু'টি অঘোষ ধ্বনি? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২০]
ক) চ ছ
খ) ঙ ট
গ) ব ভ
ঘ) দ ধ
উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি। যেমন— চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ।

১৬। কোনগুলো স্পর্শ ধ্বনি? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২০]
ক) ক-ফ
খ) ট-য়
গ) ক-ব
ঘ) ক-ম
উত্তর: ঘ

১৭। ক বর্গের ক থেকে ঘ পর্যন্ত ধ্বনিগুলি – [স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০১৯]
ক) কণ্ঠমূলীয়
খ) দন্তমূলীয়
গ) ওষ্ঠ্যবর্ণ
ঘ) স্পর্শবর্ণ
উত্তর: ক

১৮। নিচের কোনগুলো কণ্ঠধ্বনি? [NSI ২০১৯]
ক) ক খ গ ঘ ঙ
খ) চ ছ জ ঝ ঞ
গ) ট ঠ ড ঢ ণ
ঘ) প ফ ব ভ ম
ঙ) কোনোটিই নয়
উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: চ ছ জ ঝ ঞ - তালব্য ধ্বনি; ট ঠ ড ঢ ণ - মূর্ধন্য ধ্বনি; প ফ ব ভ ম - ওষ্ঠ্য ধ্বনি।

১৯। বাংলা ভাষায় পরাশ্রয়ী ধ্বনি কতটি? [NSI ২০১৯]
ক) ২টি
খ) ৩ টি
গ) ৪ টি
ঘ) ৫টি
ঙ) কোনোটিই নয়
উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষায় পরাশ্রয়ী বর্ণ তিনটি। যথা: ং, ঃ, ঁ।

২০। কোনগুলো জিহ্বামূলীয় ধ্বনি? [NSI ২০১৯]
ক) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
খ) ত, থ, দ, ধ, ন
গ) ক, খ, গ, ঘ, ঙ
ঘ) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ঙ) কোনোটিই নয়
উত্তর: গ

২১। 'কাঁদনা > কান্না' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ? [NSI ২০১৯]
ক) অভিশ্রুতি
খ) অপিনিহিতি
গ) সমীভবন
ঘ) বিষমীভবন
ঙ) কোনোটিই নয়
উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে তাকে সমীভবন বলা হয়। যেমন- জন্ম > জম্ম, কাঁদনা > কান্না ইত্যাদি।

২২। কোনটি ঘোষ অল্পপ্রাণ বর্ণ? [১৫তম শিক্ষক নিবন্ধন]
ক) থ
খ) ড
গ) ভ
ঘ) ট
উত্তর: খ

২৩। কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ? [প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৯]
ক) পিরীতি
খ) বিলিতি
গ) বসতি
ঘ) উড়নি
উত্তর: ক
ব্যাখ্যা: প্রীতি > পিরীতি শব্দটি মধ্য স্বরাগমের উদাহরণ।

২৪। কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) বড় দাদা > বড়দা
খ) কিছু > কিচ্ছু
গ) পিশাচ > পিচাশ
ঘ) মুক্তা > মুকুতা
উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন- পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, রিকসা > রিসকা।

২৫। রত্ন > রতন হওয়ার সন্ধি সূত্র- [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) স্বরভক্তি
খ) স্বরসঙ্গতি
গ) অভিশ্রুতি
ঘ) অপিনিহিতি
উত্তর: ক

২৬। ধ্বনির পরিবর্তন কত প্রকার? [প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৯]
ক) তিন প্রকার
খ) চার প্রকার
গ) পাঁচ প্রকার
ঘ) দুই প্রকার
উত্তর: ক

২৭। একই সঙ্গে উচ্চারিত দুটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কি বলে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৯]
ক) অনামৃত স্বর
খ) একাক্ষর স্বর
গ) যৌগিক স্বর
ঘ) মৌলিক স্বর
উত্তর: গ

২৮। কোনগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৯]
ক) ত, থ, দ, ধ ন
খ) ক, খ, গ, ঘ, ঙ
গ) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ঘ) প, ফ, ব, ভ, ম
উত্তর: ঘ

২৯। উপরের ও নিচের ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে কী বলে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৯]
ক) দন্ত্য ধ্বনি
খ) দন্তমূলীয় ধ্বনি
গ) ওষ্ঠ্য ধ্বনি
ঘ) দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি
উত্তর: গ

৩০। যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশীতে বেশি চাপ পড়ে সে ব্যঞ্জনগুলোকে বলে – [প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৯]
ক) অল্পপ্রাণ
খ) অধিকপ্রাণ
গ) স্বল্পপ্রাণ
ঘ) মহাপ্রাণ
উত্তর: ঘ

৩১। ধ্বনি উচ্চারণে মানবশরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একত্রে কী বলে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৯]
ক) গলনালি
খ) বাগযন্ত্র
গ) স্বরযন্ত্র
ঘ) শ্বাসনালী
উত্তর: খ

৩২। গ্রাম > গেরাম - এখানে কোনটি ঘটেছে? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ২০১৮]
ক) ব্যঞ্জন বিকৃতি
খ) পরাগত
গ) স্বরাগম
ঘ) অসমীকরণ
উত্তর: গ

৩৩। কোনটি কণ্ঠধ্বনি নয়? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ২০১৮]
ক) ক
খ) খ
গ) গ
ঘ) প
উত্তর: ঘ

৩৪। কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [গণপূর্ত অধিদপ্তর ২০১৮]
ক) ঔ
খ) ঐ
গ) ঈ
ঘ) ই
উত্তর: ঘ

৩৫। বাংলায় বর্গীয় ধ্বনি কয়টি? [ডাক, টেলি. ও তথ্যপ্রযুক্তি ম. ২০১৭]
ক) ১০টি
খ) ১৫টি
গ) ২০টি
ঘ) ২৫টি
উত্তর: ঘ

৩৬। কোনটি ঘোষ-মহাপ্রাণ ধ্বনি? [ডাক, টেলি. ও তথ্যপ্রযুক্তি ম. ২০১৭]
ক) খ
খ) চ
গ) ঘ
ঘ) গ
উত্তর: গ

৩৭। প, ফ, ব, ভ, ম ধ্বনি হলো— [ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ২০১৭]
ক) তালব্য
খ) মূর্ধণ্য
গ) দন্ত্য
ঘ) ওষ্ঠ্য
উত্তর: ঘ

৩৮। ফলাহার > ফলার হয়েছে, তাকে বলে – [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ২০১৭]
ক) অন্তর্হতি
খ) ব্যঞ্জনচ্যুতি
গ) ব্যঞ্জন বিকৃতি
ঘ) বিষমীভবন
উত্তর: ক
ব্যাখ্যা: শব্দের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্তর্হতি বলে। যেমন- ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা, ফাল্গুন > ফাগুন ইত্যাদি।

৩৯। কোন ধ্বনিটি ঘোষ? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ২০১৭]
ক) চ
খ) খ
গ) প
ঘ) দ
উত্তর: ঘ

৪০। কোনটি মূল ধ্বনি নয়? [প্রাক-প্রাথমিক ২০১৬]
ক) উ
খ) অ
গ) এ
ঘ) ঔ
উত্তর: ঘ

৪১। কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) ঔ
খ) ঈ
গ) ঐ
ঘ) এ
উত্তর: ঘ

৪২। কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) ম
খ) ঙ
গ) চ
ঘ) র
উত্তর: ক

৪৩। কোনগুলো দন্ত্যধ্বনি? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) ক খ গ ঘ
খ) প ফ ব ভ
গ) ত থ দ ধ
ঘ) ট ঠ ড ঢ
উত্তর: গ

৪৪। কোনটি ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ? [১৩তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) শরীল
খ) হংস > হাঁস
গ) লাফ > ফাল
ঘ) দুর্গা > দুগ্‌গা
উত্তর: গ

৪৫। বাগযন্ত্রের অংশ নয়— [১২তম প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) দাঁত
খ) তালু
গ) কান
ঘ) নাক
উত্তর: গ

৪৬। তালব্যবর্ণ কোনগুলো? [প্রাক-প্রাথমিক ২০১৫]
ক) এ, ঐ
খ) ই, ঈ
গ) উ, ঊ
ঘ) ও, ঔ
উত্তর: গ

৪৭। 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দ হওয়ার কারণ- [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ২০১৪]
ক) বর্ণবিপর্যয়
খ) বর্ণদ্বিত্ব
গ) বর্ণাগম
ঘ) বর্ণলোপ
উত্তর: ঘ

৪৮। বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা কত? [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ২০১৪]
ক) ২টি
খ) ৭টি
গ) ৮টি
ঘ) ৫টি
উত্তর: ঘ

৪৯। কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে? [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ২০১৪]
ক) গামছা
খ) মশারি
গ) লুঙ্গি
ঘ) চাদর
উত্তর: ক

৫০। 'ম' বর্ণ উচ্চারিত হয়- [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ২০১৪]
ক) তালু থেকে
খ) দন্ত থেকে
গ) মূর্ধা থেকে
ঘ) ওষ্ঠ থেকে
উত্তর: ঘ

৫১। কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি – [১০ম বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন]
ক) ক
খ) ঙ
গ) হ
ঘ) ঝ
উত্তর:ক,খ

ব্যাখ্যা: কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি ক, খ, গ, ঘ, ঙ। তাই (ক) এবং (খ) দুটি অপশনই সঠিক।

৫২। এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলে – [জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১২]
ক) শব্দ
খ) বর্ণ
গ) বাক্য
ঘ) অক্ষর
উত্তর: ঘ

৫৩। তাড়নজাত মহাপ্রাণ ধ্বনি কোনটি? [প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১২]
ক) ড়
খ) ঢ়
গ) ল
ঘ) র
উত্তর: খ

৫৪। আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসংগতি হয়? [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০১২]
ক) পরাগত
খ) মধ্যগত
গ) প্রগত
ঘ) অন্যোন্য
উত্তর: গ

৫৫। স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি? [Sonali Bank 2020]
ক) হইবে > হবে
খ) রাত্রি > রাইত
গ) দেশি > দিশী
ঘ) হস্ত > হত্ত্ব
উত্তর: গ

৫৬। 'বিলাতি > বিলিতি'- কিসের উদাহরণ? [Janata Bank 2019]
ক) মধ্য স্বরাগম
খ) অপিনিহিত
গ) প্রগত
ঘ) মধ্যগত
উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তিত হলে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি হয়। যেমন- বিলাতি > বিলিতি, ভিখারি > ভিখিরি।

৫৭। 'মধ্য স্বরাগম'-এর অপর নাম কী? [Janata Bank 2019]
ক) অসমীকরণ
খ) বিপ্রকর্ষ
গ) বিষমীভবন
ঘ) সমীভবন
উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলা হয় মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি। যেমন— রত্ন > রতন, প্রীতি > পিরীতি, স্বপ্ন > স্বপন।

৫৮। কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কিসের উদাহরণ?
ক) ধ্বনি বিপর্যয়
খ) অভিশ্রুতি
গ) ব্যঞ্জন চ্যুতি
ঘ) ব্যঞ্জন বিকৃতি
উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: শব্দ-মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি। যেমন- কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা ইত্যাদি।

৫৯। কোনটি স্বরভক্তির উদাহরণ? [Janata Bank 2019]
ক) বিলিতি
খ) পিরীতি
গ) বসতি
ঘ) জানালা
উত্তর: খ

৬০। নিচের যে গুচ্ছে একটিও ঘর্ষণজাত ধ্বনি নেই— [Bangladesh Bank 2019]
ক) চ, ব, হ
খ) ল, স, ছ
গ) র, শ, জ
ঘ) ফ, ড়, চ
উত্তর: ঘ

৬১। 'স্নান > সিনান' কোন ধরনের ধ্বনিপরিবর্তন প্রক্রিয়া? [Janata Bank 2017]
ক) বিপ্রকর্ষ
খ) ধ্বনিলোপ
গ) সমীভবন
ঘ) স্বরসঙ্গতি
উত্তর: ক

৬২। 'ফাল্গুন > ফাগুন'-এর উদাহরণ – [Bangladesh Krishi Bank 2017]
ক) ব্যঞ্জন বিকৃতি
খ) ব্যঞ্জনচ্যুতি
গ) অন্তর্হতি
ঘ) অভিশ্রুতি
উত্তর: গ

৬৩। 'হ্'-এর সঙ্গে 'ঋ-কার' যুক্ত হলে যে ধ্বনিটি মহাপ্রাণ হয় [Bangladesh Development Bank 2017]
ক) ঘ
খ) এ
গ) ণ
ঘ) র
উত্তর: ঘ

৬৪। 'আসমান' শব্দে 'স'-এর উচ্চারণ হলো- [Bangladesh Development Bank 2017]
ক) ওষ্ঠ্য
খ) দন্তমূলীয়
গ) দ
ঘ) দন্তৌষ্ঠ্য
উত্তর: গ

৬৫। বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা – [BHBFC 2017]
ক) ৮টি
খ) ১১ টি
গ) ৭টি
ঘ) ৯টি
উত্তর: গ

৬৬। কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'এ' সৃষ্টি হয়? [Petrobangla 2017]
ক) ও + ই
খ) অ + উ
গ) এ+ ই
ঘ) অ + ই
ঙ) কোনোটিই নয়
উত্তর: ঙ

ব্যাখ্যা ঐ, ঔ- এ দুটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন। যেমন—অ + ই = ঐ, অ + উ = ঔ। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ। কিন্তু অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

৬৭। নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি? [Pubali Bank 2012]
ক) অ
খ) আ
গ) ঐ
ঘ) ঈ
উত্তর: গ

৬৮। কোন শব্দে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়েছে? [ঢাবি 'ঘ' ইউনিট ২০১৯-২০]
ক) তেলাপোকা
খ) দেহ
গ) হেথা
ঘ) শেষ
উত্তর:

ব্যাখ্যা: 'এ' ধ্বনির উচ্চারণ দুই রকম। যথা : সংবৃত ও বিবৃত। প্রদত্ত অপশনে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়েছে 'তেলাপোকা' ও 'হেথা' শব্দে। 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়েছে এমন আরও কয়েকটি শব্দ— খেমটা, ঢেপসা, তেনা, দেওর, হেন, সেথা। অন্যদিকে 'দেহ' ও 'শেষ' শব্দে 'এ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে।

৬৯। কোনগুলো অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [জাবি 'B' ইউনিট ২০১৯-২০]
ক) ক, চ, ট
খ) খ, দ, ঠ
গ) থ, ফ, ধ
ঘ) ঘ, ঝ, ঢ
উত্তর: ক

৭০। দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপকে কী বলা হয়? [জাবি 'C' ইউনিট ২০১৯-২০]
ক) সমীভবন
খ) অভিশ্রুতি
গ) স্বরসঙ্গতি
ঘ) সম্প্রকর্ষ
উত্তর: ঘ

৭১। আদ্য অ-এর পরে ই বা উ থাকলে সেই অ-এর উচ্চারণ— [জাবি 'C' ইউনিট ২০১৯-২০]
ক) ও-এর মতো হয়
খ) অ-এর মতো হয়
গ) ই-এর মতো হয়
ঘ) উ-এর মতো হয়
উত্তর: ক

৭২। 'ধরিয়া' থেকে 'ধরে' ধ্বনি-পরিবর্তনের কোন নিয়মে হয়েছে? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) অন্তর্হতি
খ) অভিশ্রুতি
গ) সমীভবন
ঘ) স্বরসঙ্গতি
উত্তর: খ

৭৩। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) ৫টি
খ) ৭টি
গ) ৯টি
ঘ) ১১টি
উত্তর: খ

৭৪। কোন ধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু বসলে উচ্চারণ সানুনাসিক হয়? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) স্বরধ্বনি
খ) ব্যঞ্জনধ্বনি
গ) বিসর্গযুক্ত অ-ধ্বনি
ঘ) দন্ত্য-ন
উত্তর: ক

৭৫। 'শুনিয়া > শুনে' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) বিষমীভবন
খ) সমীভবন
গ) স্বরলোপ
ঘ) অভিশ্রুতি
উত্তর: ঘ

৭৬। 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ পাওয়া যায় কোন শব্দে? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) হেথা
খ) হেন
গ) শেষ
ঘ) বেলুন

ব্যাখ্যা: হেথা ও হেন শব্দ দু'টিতে 'এ' ধ্বনির বিবৃত উচ্চারণ হয়েছে। অন্যদিকে শেষ ও বেলুন শব্দে 'এ' ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ হয়েছে।।

৭৭। ভাষার মূল উপাদান কী? [ঢাবি চ ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) শব্দ
খ) বাক্য
গ) বর্ণ
ঘ) ধ্বনি
উত্তর: ঘ

৭৮। কোনগুলো কণ্ঠধ্বনি? [জাবি B ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) ক খ গ ঘ ঙ
খ) চ ছ জ ঝ ঞ
গ) ট ঠ ড ঢ ণ
ঘ) ত থ দ ধ ন
উত্তর: ক

৭৯। কোনগুলো তাড়নজাত ধ্বনি? [জাবি 'সি-১' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) ড় র
খ) ঢ় হ
গ) ড় ঢ়
ঘ) র হ
উত্তর: গ

৮০। 'উ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [রাবি 'ই' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) মিলিত
খ) যৌগিক
গ) তালব্য
ঘ) কোনোটিই নয়
উত্তর: ঘ

৮১। কোনটিতে আদ্য অ-ধ্বনির উচ্চারণ ও-বৎ হয়? [চবি 'বি' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) গ্রন্থ
খ) ক্রম
গ) হ্রস্ব
ঘ) পণ্য
উত্তর: গ

৮২। মোজা>মুজো - এটি কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি? [খুবি 'বি' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) প্রগত
খ) পরাগত
গ) মধ্যগত
ঘ) অন্যোন্য
উত্তর: ঘ

৮৩। বাংলায় নিজস্ব ধ্বনি কোনটি? [ইবি 'বি' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) য
খ) য়
গ) ঞ
ঘ) হ
উত্তর: ঘ

৮৪। 'আকাশি' শব্দের ধানিগঠন –
ক) আ + ক + আ + শ + ই
খ) আ + ক + আ + ই + শ
গ) আ + কা + শি
ঘ) আ + কা + শ + ই
উত্তর: ক

৮৫। বাংলা ব্যঞ্জন প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি— [জাককানইবি 'এএল' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) ঘোষ ধ্বনি
খ) অঘোষ ধ্বনি
গ) মহাপ্রাণ ধ্বনি
ঘ) নাসিক্য ধ্বনি
উত্তর: ঘ

৮৬। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায়? [জাককানইবি 'এপি ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ)৫
উত্তর: ক

৮৭। মহাপ্রাণ অঘোষ ধ্বনি – [জাককানইবি 'ডি' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) চ
খ) ধ
গ) ম
ঘ) ঠ
উত্তর: ঘ

৮৮। অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনির উদাহরণ— [জাককানইবি 'ডি' ইউনিট ২০১৮-১৯]
ক) জ
খ) ং
গ) থ
ঘ) ঢ
উত্তর: ক

৮৯। অভিশ্রুতির উদাহরণ হলো— [ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ ২০১৮-১৯]
ক) হাউট্যা
খ) মেছো
গ) মাছুয়া
ঘ) আইসা
উত্তর: খ

৯০। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনির সংখ্যা [ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ ২০১৮-১৯]
ক) ৫টি
খ) ৭টি
গ) ৯টি
ঘ) ১১টি
উত্তর: খ

৯১। 'ধার' শব্দটি যে ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত — [ঢাবি খ ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) বিপ্রকর্ষ
খ) স্বরভক্তি
গ) সম্প্রকর্ষ
ঘ) অন্তর্হতি
উত্তর: গ

৯২। ট্যাক্স > ট্যাকসো-এটি ধ্বনির কোন ধরনের পরিবর্তন? [ঢাবি ঘ ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) অন্ত্য স্বরাগম
খ) অভিশ্রুতি
গ) ধ্বনি বিপর্যয়
ঘ) মধ্য স্বরাগম
উত্তর: ক

৯৩। কোনটি সম্মুখ সংবৃত স্বরধ্বনি? [জবি B ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) উ
খ) এ
গ) ও
ঘ) ই
উত্তর: খ

৯৪। কোনটি উ স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য নয়? [জাবি C ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) সম্মুখ স্বরধ্বনি
খ) সংবৃত
গ) উচ্চ
ঘ) গোলাকৃতি
উত্তর: ক

৯৫। উষ্ম ধানির উদাহরণ নয় কোনটি? [জাবি C-1 ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) শ
খ) স
গ) ভ
ঘ) ষ
উত্তর: গ

৯৬। ধ্বনি সৃষ্টির সময় স্বরতন্ত্রীগুলোতে অনুরণন সৃষ্টি হলে তাকে বলে। [জাবি C-1 ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) অঘোষ ধ্বনি
খ) ঘোষ ধ্বনি
গ) অল্পপ্রাণ ধ্বনি
ঘ) মহাপ্রাণ ধ্বনি
উত্তর: খ

৯৭। শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তন ঘটলে (যেমন: রিকসা > রিসকা) তাকে বলে- [রাবি D ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) শব্দ বিপর্যয়
খ) ধ্বনি বিপর্যয়
গ) বর্ণ বিপর্যয়
ঘ) আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট
উত্তর: খ

৯৮। উচ্চারণের স্থানের নাম অনুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? [রাবি I ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) ২ ভাগে
খ) ৩ ভাগে
গ) ৫ ভাগে
ঘ) ৭ ভাগে
উত্তর: গ

৯৯। শব্দের মধ্যে নিচের কোনটি লোপ পেলে ধ্বনি বিপর্যয় বলে? [রাবি K ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) ব্যঞ্জন
খ) মধ্যস্বর
গ) আদিস্বর
ঘ) স্বর
উত্তর: ক

১০০। কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [রাবি K ইউনিট ২০১৭-১৮]
ক) চ, ছ
খ) ড, ঢ
গ) ব, ভ
ঘ) দ, ধ
উত্তর: ক

১০১। কোনটি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন? [জবি 'বি' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) ম
খ) ল
গ) শ
ঘ) হ
উত্তর: ক

১০২। কোনটি 'বিষমীভবন'-এর উদাহরণ? [জবি 'ডি' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) লাফ > ফাল
খ) লাল > নাল
গ) কবাট > কপাট
ঘ) লগ্ন > লগ্‌গ
উত্তর: খ

১০৩। নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ? [জবি 'ডি' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) স্ত্রী > ইস্ত্রী
খ) স্বপ্ন > স্বপন
গ) ভাগ্য > ভাইগ্য
ঘ) পূজা > পুজো
উত্তর: গ

১০৪। উচ্চারণ-রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চ-মধ্য পশ্চাৎ স্বরধ্বনি? [রাবি 'সি' ইউনিট ২০১৬-১৭]
ক) এ
খ) ও
গ) অ্যা
ঘ) অ
উত্তর: খ

১০৫। 'অল্পপ্রাণ' ধ্বনি কোনটি? [রাবি 'E' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) ম
খ) খ
গ) ছ
ঘ) ক
উত্তর: ঘ

১০৬। কোনগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি? [খুবি 'S' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) ও, ঔ
খ) এ, ঐ
গ) ই, এ্যা
ঘ) আ, ঋ
উত্তর: গ

১০৭। পরের 'ই' কার ও 'উ' কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে? [খুবি 'S' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) স্বরাগম
খ) বিপ্রকর্ষ
গ) অভিশ্রুতি
ঘ) অপিনিহিতি
উত্তর: ঘ

১০৮। উচ্চারণের একক (unit) কে কী বলা হয়? [ইবি 'C' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) অক্ষর
খ) অনুসর্গ
গ) উপসর্গ
ঘ) ধ্বনি
উত্তর: ক

১০৯। দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে কী বলে? [কুবি 'বি' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) পরাগত
খ) সমীভবন
গ) অসমীভবন
ঘ) বিষমীভবন
উত্তর: ঘ

১১০। মহাপ্রাণ ধ্বনি কোনটি? [কুবি 'বি' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) গ
খ) ড
গ) থ
ঘ) জ
উত্তর: গ

১১১। নিচের কোনটি তাড়নজাত ধ্বনি? [ববি 'ঘ' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) হ
খ) শ
গ) ড়
ঘ) ঙ
উত্তর: গ

১১২। কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি? [জাককানইবি 'ক' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) অ্যা
খ) ঋ
গ) ঔ
ঘ) ঐ
উত্তর: ক

১১৩। নিচের কোনটি 'এ'-এর বিবৃত উচ্চারণ? [শেমুবি 'E' ইউনিট ২০১৫-১৬]
ক) এখানে
খ) দেশ
গ) একা
ঘ) পথে
উত্তর: গ

১১৪। ধ্বনিতত্ত্ব ভেদে নিচের কোন শব্দটি অন্যগুলো থেকে আলাদা? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ২০১৭]
ক) জিহবা
খ) হাত
গ) তালু
ঘ) ঠোঁট
উত্তর: খ

১১৫। 'স' ধ্বনিটির পরিচয় কোনটি? [স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২০১৭]
ক) উষ্ম খ) স্পৃষ্ট
গ) পার্শ্বিক ঘ) নাসিকা উত্তর: ক

১১৬। কোনটি নাসিক্য ধ্বনি? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৭]
ক) জ খ) ম
গ) ল ঘ) প উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস নিঃসৃত বায়ু মুখবিবর ছাড়াও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয় সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। যেমন: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম।

১১৭। ণত্ব ও ষত্ব বিধান ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০১৭]
ক) ধ্বনিতত্ত্ব খ) শব্দতত্ত্ব
গ) বাক্যতত্ত্ব ঘ) অর্থতত্ত্ব উত্তর: ক

১১৮। মানুষের ভাষা কিসের সাহায্যে সৃষ্টি হয়? [১৪তম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন]
ক) ইঙ্গিতের সাহায্যে খ) ঠোঁটের সাহায্যে
গ) কণ্ঠের সাহায্যে ঘ) বাগযন্ত্রের সাহায্যে উত্তর: ঘ

১১৯। শরীর > শরীল – শব্দটিতে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন ধরনের নিয়ম প্রযোজ্য? [১৪তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা]
ক) সমীভবন খ) বিষমীভবন
গ) অসমীভবন ঘ) ধ্বনিবিপর্যয় উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে। যেমন- শরীর > শরীল, লাল > নাল ইত্যাদি।

১২০। বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? [সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০১৬]
ক) ১১টি খ) ২৫টি
গ) ৪০টি ঘ) ৫০টি উত্তর: খ

১২১। কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়? [বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০১৬]
ক) আ, ঈ খ) ঈ, ঊ
গ) ঊ, ঋ ঘ) ঐ, ঔ উত্তর: ঘ

১২২। অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে? [সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ২০১৬]
ক) ধ্বনি খ) যতি
গ) মাত্রা ঘ) ছেদ উত্তর: গ

ব্যাখ্যা অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে। বাক্যের গতি ও অর্থ রক্ষার জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে যতি বা ছেদ বলে। ভাষার মূল উপাধান ধ্বনি।

১২৩। কোনটি আদি স্বরাগম? [প্রাক-প্রাথমিক ২০১৬]
ক) রত্ন > রতন খ) স্ত্রী > ইস্ত্রী
গ) গ্রাম > গেরাম ঘ) স্নেহ > সিনেহ উত্তর: খ

ব্যাখ্যা উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন

১২৪। কোন দুটি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [প্রাক-প্রাথমিক ২০১৬]
ক) খ, ঝ খ) ক, খ
গ) ত, দ ঘ) চ, জ উত্তর: ক